গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রণালয়
প্রাথমিকশিক্ষাঅধিদপ্তর

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

১। উপজেলা/থানাঃ	জামালপুর সদর		
২। জেলাঃ	জামালপুর		
৩। মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	২৪৫	৪। মোট ক্লাস্টার সংখ্যাঃ	১০
৫। মোটছাত্র/ছাত্রীসংখ্যাঃ	৪৪৪৩১	৬। মোটশিক্ষকসংখ্যাঃ	১৩৬১
৭। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিদ্যালয় চালুকরণের তারিখঃ		০২/০৩/২০২২	
৮। কোভিড কালীন আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ		প্রস্তুতি ছিল কিন্তু ব্যবহৃত হয় নি	
৯। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নামঃ		জুয়েল আশরাফ	
১০। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের ই-মেইলঃ		ueojamalpursadar@gmail.com	
১১। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মোবাইলঃ		০১৭১৬৮৩৯৩৫৩	

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকা/গাইডলাইন অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম।

ক. বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
১.০	পুনরায় কার্যক্রম চালুকরার পূর্বে বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- পিপিই উপকরণ সংগ্রহ, বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থাপনাইত্যাদি)	• পিপিই উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে; • বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও শ্রেণিকক্ষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে; • শারীরিক দূরত্ববজায় রেখে নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে; • অফিস কক্ষে পর্যাপ্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। • প্রতি শ্রেণিকক্ষে সার্বক্ষণিক ১টি করে স্যানিটাইজারের ব্যবস্তা • থার্মাল স্ক্যানার • তাপমাত্রা মাপার রেজিস্টার • ডাস্টবিন নিশ্চিতকরণ, শতভাগ শিক্ষার্থীদের জন্য ওয়ান টাইম এবং পুনঃ ব্যবহার যোগ্য মাস্ক নিশ্চিতকরণ।
২.০	হাত ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ (running water) ও সাবানের ব্যবস্থা আছে/করা হয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	২৪৫
৩.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনাঃ (যেমন- রেজিস্টার প্রস্তুতি, রেজিস্টারে স্বাস্থ্যকর্মী, কমিনিটিক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম্বার সংরক্ষণ, ইত্যাদি)	• রেজিস্টার তৈরি করা হয়েছে; • প্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গের (স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষাঅফিসার, মেডিকেলঅফিসারইত্যাদি) মোবাইল নম্বর বিদ্যালয় ওঅভিভাবককে সরবরাহ করা হয়েছে; • স্বাস্থ্যতথ্যসংগ্রহ ও সরবরাহের জন্য নির্ধারিত ফরমেট প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে। • বিদ্যালয় পর্যায়ে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। • দর্শনীয় স্থানে কোভিড সংক্রান্ত বিধি বিধান ও করণীয় টানানো হয়েছে। • জরুরী যোগাযোগ নম্বর বিদ্যালয়েরর দর্শনীয় স্থানে টানানো হয়েছে।
৪.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অবহিতকরণ ও প্রচারণা কার্যক্রমের সার সংক্ষেপঃ (যেমন- কোভিড-১৯ এ করনীয় ও	• কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা আয়োজন করা হয়েছে; • সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ: শিক্ষক, অভিভাবকসহ বিভিন্ন অংশীজন; • সভার সংখ্যা: ৯৮৭

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
	বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সভার অংশগ্রহণ কারীরধরণ, সভার সংখ্যা, সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম (গুগলমিট/জুমমিটিং/ কল/মেসেঞ্জার) ইত্যাদি)	• সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম: ফেইস টু ফেইস, গুগলমিট, জুমমিটি, কল/মেসেঞ্জার ফেইসবুক, হোম ভিজিট ইত্যাদি।
৫.০	বিদ্যালয়কর্তৃকউপরোক্তকার্যক্রমসমূহবাস্তবায়নেরপ্রয়োজনীয়অর্থবরাদ্দবিষয়কতথ্যঃ (বিদ্যালয়প্রতিআনুমানিককেমনঅর্থবরাদ্দ ছিলো/প্রয়োজনহয়েছে, অর্থেরউৎসকীছিলোইত্যাদি)	• বরাদ্দকৃত অর্থ: • অর্থের উৎস: রাজস্ব ও পিইডিপি ৪, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর • SLIP • ব্যক্তিগত অনুদান • বিশেষ বরাদ্দ • Covid-response

খ. বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালীন তথ্য

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
০১	ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	২৪৫
০২	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষকের আনুমানিক সংখ্যা	৪৫
০৩	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর আনুমানিক সংখ্যা	৩০০
০৪	বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু অবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা, প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা দেখা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্কপরা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, কেউ অসুস্থ্য হলে গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি)	• সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা রয়েছে; • প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা যাচাই করা হয়েছে; • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করা হয়েছে; • কেউ অসুস্থ হলে তাৎক্ষণিক আইসোলেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। • স্বাস্থ্য বিধি মেনে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়েছে। • সাবান/হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধোয়ার পর্যাপ্ত প্রকাহমান পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।
০৫	শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোনদিন কোন শ্রেণীর ক্লাশ হবে সেই পরিকল্পনা প্রনয়ন, একই দিনে দুইয়ের অধিক শ্রেণীর কার্যক্রম না রাখা, শিফট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• শিফট ভিত্তিক ব্লেন্ডেড শ্রেণি রুটিন বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে • শিখন ঘাটতি পূরণে পাঠপরিকল্পনা প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে • স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে
০৬	শ্রেণী কার্যক্রমের বাইরে ও বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমনঃগুগলমিটে/ হোয়াটসএপে/ফেসবুকলাইভে ক্লাশ পরিচালনা, সংসদটিভির কার্যক্রম মনিটরিং হোমভিজিট, ওয়ার্কশিট	• গুগলমিটে/হোয়াটসএপে/ফেসবুক লাইভে অনলাইন ক্লাশ পরিচালনা করা হয়েছে; • সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে 'ঘরে বসে শিখি' কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে; • হোমভিজিট এবং ওয়ার্কশিট বিতরণের মাধ্যমে শিখন ঘাটতি হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। • মোবাইলের মাধ্যমে (গ্রুপকল) পাঠদানের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
	বিতরণ ইত্যাদি/	
০৭	কোভিড পরবর্তী বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয় যেসব সমস্যায় পড়েছে তার সারসংক্ষেপঃ	• বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা • উপস্থিতি নিশ্চিত করা তথা বিদ্যালয় ফিরিয়ে আনা • সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণে অভিভাবকদের একধরণের ভীতি; • স্বাস্থ্যবিধিকে অভ্যাসে পরিনত করা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল; • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে মনোসামাজিক ভীতি; • বিদ্যালয় ত্যাগ • পরিবারের অবস্থান পরিবর্তন • মাদ্রাসায় গমন
০৮	যেভাবে বিদ্যালয় সমূহ উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করেছে তার সারসংক্ষেপঃ	• অভিভাবকদের নিয়ে একাধিক সভা আয়োজন করা হয়েছে; • স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত পোস্টার, লিফলেট সরবরাহ করা হয়েছে; • শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ও রিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে; • SMC, PTA, Student Council সক্রিয় করা হয়েছে।

সার্বিক মন্তব্য: কোভিড-১৯ বাংলাদেশের প্রাথমিক যিক্ষা ব্যবস্থায় সুদুর প্রসার প্রভাব বিস্তার করেছে। দীর্ঘকাল শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় বিমুখতা শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। যদিও কোভড-১৯ পরিস্থিতিতে শিখন ঘাটতি পূররে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছিল। তথাপি Face to Face পাঠদানের বিকল্প হিসেবে তা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেনি। বর্তমান সময়ে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পাঠ পরিকল্পনা অনুসরন করার পাশাপাশি অধিক সংখ্যাক হোমভিজিট, মা/অভিভাবক সমাবেশ, উঠান বৈঠক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া নিদিষ্ট পাঠে নির্দেশনার অতিরিক্ত হিসেবে বর্ণ লেখা/পড়া, সংখ্যা লেখা/পড়া, সাবলিল পঠনের ব্যবস্থা করা ও শ্রুতিলিপির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায় দ্রুত শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরন হবে।

২২/৮/২০২২

উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের
স্বাক্ষর ও সিল

জুবেল আশরাফ
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
জামালপুর সদর, জামালপুর।